অহৈতুকঃ। অয়মর্থঃ, ভবতা যো ভক্তিযোগ উক্তঃ অন্যে চ যানি নিঃশ্রেয়সসাধনানি বদন্তি, তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্ব্বেষাম্ উত অঙ্গাঙ্গিত্বম্। প্রাধান্যেনৈব বিকল্পেন সর্ব্বেষাং তুল্যফলত্বম্। যদ্বা কশ্চিদ্ বিশেষ ইত্যেষা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বানীয়ং বেদসজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা—"শ্রেয়াংসি"—নানাপ্রকার মঙ্গলপ্রাপক সাধন। "বিকল্পেন প্রাধান্যং" অর্থাৎ এটিও হইতে পারে, ঐটিও হইতে পারে—এইরূপ করিয়া প্রত্যেকটি সাধনের প্রাধান্য। "উতাহো" কিম্বা "একমুখ্যতা"—একটি সাধন মুখ্য, অপর সাধনগুলি গৌণ অর্থাৎ অঙ্গ ও অঙ্গী ভাবে একটি অঙ্গী—প্রধান; অপরগুলি অঙ্গ—সহায়কারী। সেই একমুখ্যতা-পক্ষ উঠাইবার কারণটি বলিতেছেন—"ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ" আপনি অনপেক্ষিত অর্থাৎ যে ভক্তিযোগে কোন অপেক্ষা নাই, এমত অহৈতুক ভক্তিযোগের কথাই বলিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, আপনি যে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন এবং অন্যে যে সকল নিত্য মঙ্গলপ্রাপ্তির সাধনসকল বলিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি নিত্য মঙ্গলপ্রাপ্তির সাধনরূপে মুখ্যই, অথবা একটি অঙ্গী অপরগুলি তাহার অঙ্গ—এইরূপে বিকল্পভাবে সকলটি সাধনেরই তুল্যফলজনকত্ব আছে? অর্থাৎ প্রত্যেকটি সাধনেরই নিত্য মঙ্গলপ্রাপ্তি করাইবার সামর্থ্য আছে, অথবা ইহার ভিতরে কোন বিশেষ আছে? এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব! প্রলয়কালে ভক্তিগ্রহণ করিবার লোক না থাকাতে বেদের এই বাণী বিলুপ্ত হইয়াছিল। যেহেতু তখন জগদ্গত সাধক ভক্তসকল অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন থাকে, আবার সেই প্রকৃতি ভগবানে লীন হয়। অতএব যে সকল সাধক ভক্তিসাধন করিবে, তাহাদের হরি বলিবার মুখ, হরি শুনিবার কান, হরি ভাবিবার মন প্রভৃতি ব্যক্তরূপে না থাকার জন্য প্রাপঞ্চিক জগতে ভক্তি-সাধকের অভাব ছিল। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—বেদ যে ভক্তির সংবাদ দিতেছেন, সেই ভক্তির কথা প্রলয়কালে নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠে সকল সাধনসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রাপ্তপার্ষদদেহ ও নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণ শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতেছিলেন। এই অভিপ্রায়েই তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"অত্রেমং ক উপাসীরণ কউ স্বিদনুশেরতে" হে প্রভো! সেই মহাপ্রলয়কালে শ্রীভগবান্ যখন শয়ন করেন, তখন কত সংখ্যক জীব শ্রীভগবান্‌কে সেবা